পাবনা জেলা ও দায়রা জজ আদালতের হাজতে উজ্জল হোসেনকে পুলিশি নির্যাতন

তথ্যানুসন্ধানী প্রতিবেদন

অধিকার

গত ২৯ মে ২০১২ সকাল আনুমানিক ১০.০০ টায় পাবনা জেলার সাঁথিয়া থানার মাহমুদপুর গ্রামের মৃত লোকমান হোসেন সরদার ও মোমেনা খাতুনের ছেলে উজ্জল হোসেনকে (২৬) মামলায় হাজিরার জন্য পাবনা জেলা কারাগার থেকে পাবনা জেলা ও দায়রা জজ আদালতের হাজতখানায় আনা হয়। দুপুর আনুমানিক ১২.০০ টায় উজ্জলের মা মোমেনা খাতুন ও স্ত্রী বাসনা উজ্জলকে আদালতের হাজতে খাবার দিতে গেলে দায়িত্বপ্রাপ্ত পুলিশের হাবিলদার মোসলেম উদ্দিন উজ্জলের কাছে ঘুষ হিসেবে টাকা দাবি করেন। দাবিকৃত টাকা দিতে অপারগতা প্রকাশ করায় হাবিলদার মোসলেম উদ্দিন হাজতি উজ্জলের সঙ্গে বাকবিত-া করেন। হাবিলদার মোসলেম উদ্দিন এক পর্যায়ে হাতকড়া পরিয়ে উজ্জলকে হাজতের বাইরে বের করে এনে আদালত প্রাঙ্গনে বেধড়ক পেটায়। এরপর অন্য পুলিশ সদস্যরা তাঁকে উদ্ধার করে পাবনা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যায়। উজ্জলকে অন্যায়ভাবে পুলিশের হাবিলদার মোসলেম মারধর করেছে বলে তাঁর পরিবার অভিযোগ করেছে।

অধিকার ঘটনাটি সরেজমিনে তথ্যানুসন্ধান করে। তথ্যানুসন্ধানকালে অধিকার কথা বলে-

- নির্যাতিত উজ্জল হোসেন
- উজ্জলের আত্মীয় স্বজন
- প্রত্যক্ষদর্শী
- উজ্জলের চিকিৎসক
- অভিযুক্ত পুলিশ সদস্য হাবিলদার মোসলেম উদ্দিন এবং
- আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সঙ্গে।

ছবি: উজ্জল হোসেন

উজ্জল হোসেন (২৬), নির্যাতিত ব্যক্তি

উজ্জল হোসেন অধিকারকে জানান, ২০১০ সালের অগাস্ট মাসের ১৩ তারিখে তিনি পাবনা জেলার আতাইকুলা থানা পুলিশের হাতে অবৈধ অস্ত্র রাখার অভিযোগে গ্রেপ্তার হন। গ্রেপ্তারের পর থেকে

কারাগারেই আছেন। ২৯ মে ২০১২ মামলার শুনানীর তারিখ থাকায় পুলিশ কারাগার থেকে তাঁকে সকালে পাবনা আদালতের হাজতে নিয়ে আসে। দুপুর আনুমানিক ১২.০০ টায় তাঁর মা ও স্ত্রী তাঁকে দেখতে আসেন এবং তাঁর জন্য খাবার দিতে গেলে দায়িত্বপ্রাপ্ত পুলিশ মোসলেম উদ্দিন ১৫০ টাকা ঘুষ দাবি করে। ঘুষের টাকা দিতে অপারগতা প্রকাশ করলে পুলিশের হাবিলদার মোসলেম উদ্দিন তাঁর সঙ্গে বাকবিত-ায় জড়িয়ে পড়ে। এক পর্যায়ে হাবিলদার মোসলেম তাঁকে হাতকড়া পরিয়ে হাজতখানা থেকে বের করে আদালত প্রাঙ্গনে শতশত লোকের সামনেই বেধড়ক পেটায় এবং বুট দিয়ে মাথায় লাথি মারতে থাকে। বুটের আঘাতে উজ্জল জ্ঞান হারিয়ে ফেললে অন্য পুলিশ সদস্যরা তখন এসে তাঁকে উদ্ধার করে প্রথমে পাবনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ও পরে পাবনা কারা হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য ভর্তি করেন। সেখানে চিকিৎসা দেয়ার পর তাকে আবার কারাগারে প্রেরণ করা হয়।

মোমেনা খাতুন (৭৫), উজ্জলের মা

মোমেনা খাতুন অধিকারকে জানান, ২৯ মে ২০১২ মামলার শুনানীর জন্য তাঁর ছেলে উজ্জলকে আদালতে আনা হয়। বাড়ি থেকে আনা কিছু খাবার উজ্জলকে দিতে গেলে মোসলেম নামের একজন পুলিশের হাবিলদার খাবার দেবার বিনিময়ে ১৫০ টাকা দাবি করে। দাবি করা টাকার থেকে কিছু টাকা কম থাকায় হাবিলদার মোসলেম তাঁর ছেলের সঙ্গে বাকবিত-ায় জড়িয়ে পড়ে। এক পর্যায়ে উজ্জলকে আদালতের হাজত থেকে বের করে আদালত প্রাঙ্গনে শতশত লোকের সামনেই হাবিলদার মোসলেম অন্যায়ভাবে লাঠিপেটা ও বুট দিয়ে লাথি মেরে উজ্জলকে আহত করে। অসুস্থ হয়ে পড়লে অন্য পুলিশ সদস্যরা এসে উজ্জলকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায়। ৩০ মে ২০১২ উজ্জলকে চিকিৎসার পর পুনরায় কারাগারে প্রেরণ করা হয়।

বাসনা খাতুন (২৪), উজ্জলের স্ত্রী

বাসনা খাতুন অধিকারকে জানান, ২৯ মে ২০১২ তাঁরা স্বামীকে কোর্টহাজতে খাবার নিয়ে দেখতে গেলে হাজতখানার দায়িত্বপ্রাপ্ত পুলিশের হাবিলদার মোসলেম উদ্দিন টাকা দাবি করে। টাকা দিতে অপারগতা প্রকাশ করলে হাবিলদার মোসলেমের সঙ্গে উজ্জলের তর্কবিতর্ক শুরু হয়। এক পর্যায়ে তাঁদের সামনেই আদালতের বারান্দায় উজ্জলকে লাঠিপেটা করে ও বুট দিয়ে বুকে মাথায় লাথি মারতে থাকে। বুটের আঘাতে উজ্জল অজ্ঞান হয়ে পড়লে তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। একদিন চিকিৎসার পর উজ্জলকে আবার পাবনা জেলা কারাগারে প্রেরণ করা হয় বলে তিনি জানান।

আব্দুল জব্বার (৬২), সাংবাদিক এবং প্রত্যক্ষদর্শী, পাবনা

আব্দুল জব্বার অধিকারকে জানান, তিনি পাবনার স্থানীয় 'দৈনিক সোনার আলো' পত্রিকায় সাংবাদিকতা করেন। পেশাগত কারণে তিনি ২৯ মে ২০১২ দুপুর আনুমানিক ১২.০০ টায় পাবনা আদালতে যান। আদালত প্রাঙ্গনে ঢুকেই তিনি দেখেন হাবিলদার মোসলেম উদ্দিন একজন হাজতিকে হাতকড়া পরা অবস্থায় বেধরক লাঠিপেটা করছে এবং বুট দিয়ে লাথি মারছে। তিনি খোঁজ নিয়ে জানতে পারেন, হাজতির নাম উজ্জল হোসেন। পুলিশের আঘাতে হাজতি উজ্জল অজ্ঞান হয়ে পড়লে উপস্থিত অন্য পুলিশ সদস্যরা তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায়। উপস্থিত লোকজনের

কাছে তিনি শুনেছেন দাবিকৃত ঘুষের টাকা দিতে না পারায় উজ্জলের ওপর নির্যাতন চালানো হয়েছে।

কলিত তালুকদার (২৮), সাংবাদিক এবং প্রত্যক্ষদর্শী, পাবনা

কলিত তালুকদার অধিকারকে জানান, তিনি দৈনিক ডেসটিনিচ পত্রিকায় সাংবাদিকতার কাজ করেন। পেশাগত কারণে ২৯ মে ২০১২ তিনি অদালতে অবস্থান করছিলেন। হঠাৎ কোর্ট ইন্সপেক্টরের কক্ষের পাশে মানুষের ভীড় দেখে তিনি সেখানে যান। সেখানে মোসলেম নামে পুলিশের এক হাবিলদারকে একজন কয়েদিকে লাঠি দিয়ে আঘাত করতে এবং লাথি মারতে দেখেন। এতে ছেলেটি অসুস্থ হয়ে পড়লে অন্য পুলিশ সদস্যরা তাঁকে দ্রুত হাসপাতালের দিকে নিয়ে যায়।

ডাঃ ওমর ফারুক মীর, চিকিৎসা কর্মকর্তা, জরুরী বিভাগ, পাবনা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল, পাবনা

ডাঃ ওমর ফারুক মীর অধিকারকে জানান, ২৯ মে ২০১২ রাত আনুমানিক ৮.৩০ টায় কয়েকজন পুলিশ সদস্য উজ্জল হোসেন নামের একজন হাজতিকে হাসপাতালে আনে। তিনি জানান প্রচন্ড তাপদাহে উজ্জল অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। উজ্জল তাঁকে শরীরে ও মাথায় বুট দিয়ে আঘাত করা হয়েছে বলে জানালেও তিনি উজ্জলের শরীরে আঘাতের কোন চিহ্ন দেখেননি। এক রাত বিশ্রামে থাকার পর ৩০ মে ২০১২ সকাল আনুমানিক ১০.০০ টায় পুনরায় উজ্জলকে পাবনা কারাগারে প্রেরণ করা হয় বলে তিনি জানান। হাসপাতালের রেজিস্টারে উজ্জলের রেজিঃ নং ঃ ২৩৮৫।

হাবিলদার মোসলেম উদ্দিন, পাবনা থানা, পাবনা

হাবিলদার মোসলেম উদ্দিন অধিকারকে জানান, উজ্জলকে খাবার দেবার বিনিময়ে টাকা দাবির যে অভিযোগ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে তা ভিত্তিহীন। তিনি জানান, উজ্জল পূর্ব বাংলা কমিউনিস্ট পার্টি (লাল পতাকা) এর সদস্য। ২৯ মে ২০১২ তিনি আদালতে হাজতের নিরাপত্তার দায়িত্বে ছিলেন। দুপুর আনুমানিক ১২.০০ টায় আবু বক্কর নামে পুলিশের একজন কন্সটেবল তাকে জানান, উজ্জলের স্ত্রী উজ্জলকে হাজতের ভেতরে একটি মোবাইল ফোন দিয়েছে। তিনি উজ্জলের কাছে মোবাইল ফোনটি চাইলে উজ্জল দিতে অস্বীকৃতি জানায়। তখন তিনি হাজতের মধ্যে ঢোকেন এবং উজ্জলের কোমরে লুঙ্গির ভাঁজে থাকা মোবাইল ফোনটি বের করেন। উজ্জল তখন মোবাইলটি নেয়ার জন্য হাতাহাতি করে এবং এক পর্যায়ে ফোনটি নিয়ে তাঁর স্ত্রীকে দেয়। উজ্জল তাঁর সঙ্গে দুর্ব্যবহার ও গালিগালাজ করায় তিনি তাকে একটা থাপ্পড় মেরেছিলেন। এতেই উজ্জল মাটিতে শুয়ে পড়ে এবং আর্তচিৎকার করতে থাকে। উজ্জলের মিথ্যা বিবৃতিতে ঘটনা অন্য দিকে মোড় নেয় বলে তিনি জানান। এ ঘটনার পর পাবনা পুলিশ সুপারের নির্দেশে বিভাগীয় তদন্ত চলার কারণে ৩০ মে ২০১২ তাকে থানর দায়িত্ব থেকে বিরত রেখে পুলিশ লাইনে সংযুক্ত করা হয়েছে।

রবিউল ইসলাম খান, কোর্ট পুলিশ পরিদর্শক, পাবনা জেলা ও দায়রা জজ আদালত

পুলিশ পরিদর্শক রবিউল ইসলাম খান অধিকারকে জানান, ২৯ মে ২০১২ আদালতের হাজতে হাবিলদার মোসলেম উদ্দিন একজন হাজতিকে নির্যাতন করেছে বলে তিনি শুনেছেন। তবে সেটা

ঘুষের টাকার জন্য কিনা তা তিনি জানেন না। ৩০ মে ২০১২ অভিযুক্ত হাবিলদার মোসলেমকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়েছে। তবে দোষী প্রমাণিত হলে তাকে শাস্তি পেতে হবে।

জাহাঙ্গীর হোসেন মাতুব্বর, পুলিশ সুপার, পাবনা

পুলিশ সুপার জাহাঙ্গীর হোসেন মাতুব্বর অধিকারকে জানান, ২৯ মে ২০১২ পুলিশ পরিদর্শক রবিউল ইসলাম খানের কাছে তিনি ঘটনাটি সম্পর্কে জেনেছেন। এ ঘটনা শোনার সঙ্গে সঙ্গেই ৩০ মে ২০১২ তিনি অভিযুক্ত হাবিলদার মোসলেমকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করেছেন। ঘটনার সত্যতা উৎঘাটনের জন্য সংশ্লিষ্টদের নির্দেশ দিয়েছেন। তবে হাজতিদের নিয়মবহির্ভুতভাবে বাইরের খাবার দেয়াটা ঠিক নয় বলে তিনি জানান।

অধিকার এর বক্তব্য

বাংলাদেশে একের পর এক নির্যাতনের ঘটনা দেশের আইনের শাসনকে প্রশ্নবিদ্ধ করে তুলেছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৩৫(৫) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী যে কোন প্রকারের নির্যাতন সম্পূর্ণ অবৈধ। এছাড়াও বাংলাদেন ১৯৯৮ সালে ৫ অক্টোবর কনভেনশন এগেইন্টস টর্চার অনুস্বাক্ষর করেছে, যার ২ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে- "কোন রকম ব্যতিক্রমধর্মী পরিস্থিতি, যেমন যুদ্ধাপস্থা, যুদ্ধের হুমকি, অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা বা অন্য কোন সরকারী জরুরী অবস্থা নির্যাতন চালানোর যুক্তি হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না। এমনকি কোন উর্ধতন কর্মকর্তা বা সরকারী কর্তৃপক্ষের নির্দেশকে নির্যাতন চালানোর যুক্তি হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না।চ অধিকার আদালতের হেফাজতে থাকা অবস্থায় উজ্জল হোসেনের ওপর চালানো নির্যাতনের অভিযোগের সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ তদন্ত এবং অভিযুক্তদের বিচারের আওতায় আনার দাবি করছে।

-সমাপ্ত-